ভোরের কাগজ

তারিখ ... JAN. 1 8 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২ ......

এনজিওর স্কুল ও সরকারি বই

বর্তমান সরকার ঘোষিত 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ দেশে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের অসংখ্য এনজিও শিক্ষা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করছে। এনজিওগুলো চার বছরের শিশু থেকে বিভিন্ন গার্মেন্টস এবং কলকারখানায় কর্মরত ১১-১৫ বছরের কিশোর-কিশোরীদের জন্য শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে থাকে। বাংলাদেশে এনজিওগুলোর মধ্যে বহুমুখী শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গণসাহায্য সংস্থার প্রাইমারি শিক্ষা পদ্ধতি সর্বজন প্রশংসিত। বর্তমান বাংলাদেশের ৩৭টি জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে গণসাহায্য সংস্থার শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। বর্তমানে গণসাহায্য সংস্থা পরিচালিত প্রাইমারি স্কুলের সংখ্যা (শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) ৭৫৩টি, কিশোর-কিশোরী স্কুলের সংখ্যা ১২১৫টি। সমগ্র বাংলাদেশে প্রায় ২ লাখ শিশু এবং প্রায় ৭২ হাজার কিশোর-কিশোরী গণসাহায্য সংস্থার প্রাইমারি এবং কিশোর-কিশোরী স্কুলে পড়ছে। ১৯৯০-৯৮ পর্যন্ত প্রায় ২০ হাজার ছেলেমেয়ে গণসাহায্য সংস্থার প্রাইমারী স্কুল পাস করে হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের একটি বড়ো অংশ গণসাহায্য সংস্থা পরিচালিত স্কুলে পড়ছে।

এক্ষেত্রে গণসাহায্য সংস্থার এ কার্যক্রম নিঃসন্দেহে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসার দাবি রাখে। অত্যন্ত গণেষণামূলক, বিজ্ঞানভিত্তিক, আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পাঠদান ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের কম সময়ে কম পরিশ্রমে স্বনির্ভর লেখক ও পাঠক তৈরি করতে গণসাহায্য সংস্থার শিক্ষা কর্মসূচি অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

যেখানে 'সবার জন্য শিক্ষা' শিশুর অধিকার বাস্তবায়নে প্রত্যন্ত এলাকায় স্কুলে পড়ে না এমন শিশু জরিপ করে যে সমস্ত এলাকায় স্কুল তৈরি করা সরকারের একার পক্ষে কঠিন ব্যাপার সে কাজগুলোই গণসাহায্য সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এক্ষেত্রে গণসাহায্য সংস্থা পরিচালিত স্থায়ী প্রাইমারি স্কুলগুলোতে (শিশু থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত) সরকারি বই সরবরাহ না করায় শিক্ষার্থীদের পড়াশুনাতে আগ্রহে ভাটা পড়তে শুরু করেছে। শিক্ষার্থীরাও স্কুলে আসতে আগ্রহী হয় না বিধায় এ সমস্ত স্কুলে জরুরিভিত্তিতে সরকারি বই সরবরাহ করা প্রয়োজন এবং এ ব্যাপারে বর্তমান সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আলী হোসেন সরদার
ফিল্ড সুপারভাইজার, শিক্ষা কর্মসূচি,
গণসাহায্য সংস্থা, গফরগাঁও।